বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল

দুবাই ও উত্তর আমিরাত

www.dubai.mofa.gov.bd

পাসপোর্ট সংক্রান্ত প্রায়শ জিজ্ঞাস্য প্রশ্নের উত্তর

প্রশ্ন: বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই হতে কোন কোন ধরনের পাসপোর্ট সেবা প্রদান করা হয়?

উত্তর: বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই হতে ইলেকট্রনিক পাসপোর্ট (ই-পাসপোর্ট) এবং মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) সেবা প্রদান করা হয়। বায়োমেট্রিক তথ্য ও চিপ সম্বলিত হওয়ায় ই-পাসপোর্ট আধুনিক ও নিরাপদ। তাই, ই-পাসপোর্ট ব্যবহার করে বিমানবন্দরে ই-গেট ব্যবহারসহ ইমিগ্রেশনে উন্নততর সেবা পাওয়া যায়। এটি বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট বিধায় সেবাদানকারী দপ্তরে অধিকতর সমাদৃত। তাই উন্নততর ও আধুনিক সেবা পেতে সকল সেবাগ্রহীতাকে ই-পাসপোর্ট গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে। তবে, কোন কারণে ই-পাসপোর্ট সেবা গ্রহণে অক্ষম বা অনিচ্ছুক ব্যক্তিগণকে দুবাইয়ের কারামায় অবস্থিত ফশওয়া গ্লোবাল (http://www.foshwaglobal.ae) নামক আউটসোর্সিং কোম্পানির মাধ্যমে সীমিত পরিসরে এমআরপি সেবা প্রদান করা হয়।

প্রশ্ন: ই-পাসপোর্টের জন্য কিভাবে আবেদন করতে হয়?

উত্তর: www.epassport.gov.bd ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করে ই-পাসপোর্টের আবেদন করা যাবে। অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্ট কপি স্বাক্ষর করে পূর্ববর্তী মূল পাসপোর্টসহ কনস্যুলেটে উপস্থিত হয়ে ফি জমা দিতে হবে। ফি জমাদানের পরে বায়োমেট্রিক এনরোলমেন্ট সম্পন্ন করতে হবে। এ সময় পূর্ববর্তী মূল পাসপোর্ট ছাড়াও পাসপোর্টের ফটোকপি, পেশা প্রমাণের জন্য নিয়োগপত্র/মেয়াদযুক্ত এমিরেটস আইডি, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং/বা জন্মনিবন্ধন (ইংরেজি) সনদের অনুলিপি জমা দিতে হবে। মনে রাখবেন, ই-পাসপোর্টের আবেদন/চাহিত তথ্যের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্র এবং/বা অনলাইন জন্ম নিবন্ধন সনদ (ইংরেজি) এর তথ্যের অবশ্যই মিল থাকতে হবে। এছাড়া, পাসপোর্টের তথ্য সংশোধন, স্পাউসের তথ্য পরিবর্তন ইত্যাদি অতিরিক্ত কাজের জন্য অতিরিক্ত কাগজপত্র/দলিলাদি (বিস্তারিত জানতে সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন দেখুন) জমা দিতে হবে।

প্রশ্ন: ই-পাসপোর্ট আবেদনের সাথে কোন কোন কাগজপত্র/দলিলাদি (ডকুমেন্ট) দাখিল করতে হয়?

উত্তর: জাতীয় পরিচয়পত্র এবং/বা অনলাইন জন্ম নিবন্ধন সনদ (ইংরেজি) ব্যবহার করে (চাহিত তথ্যের সাথে হুবহু মিল থাকতে হবে) বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্টের আবেদন করা যায়। আপনি জেনে আনন্দিত হবেন যে, বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই ও উত্তর আমিরাত হতে জাতীয় পরিচয়পত্র এবং অনলাইন জন্ম নিবন্ধন সেবা প্রদান করা হয়। ই-পাসপোর্ট আবেদনের জন্য পূর্ববর্তী মূল পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র এবং/বা জন্মনিবন্ধন সনদ, পেশা প্রমাণের জন্য নিয়োগপত্র, মেয়াদযুক্ত এমিরেটস আইডি/ভিসা অবশ্যই প্রয়োজন হবে। এছাড়া, স্পাউসের নাম সংযোজন/বিয়োজন/সংশোধনের জন্য ক্ষেত্র অনুযায়ী বিবাহ সনদ, বিবাহ-বিচ্ছেদ সনদ এবং ক্ষেত্রবিশেষে স্পাউসের এনআইডি/বিআরসি প্রয়োজন হবে।

প্রশ্ন: নবজাতকের পাসপোর্টের আবেদন করতে কী কী দলিল (ডকুমেন্ট) লাগে?

উত্তর: বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল দুই বছর বয়স পর্যন্ত নবজাতকদের পাসপোর্টের আবেদন গ্রহণ করতে পারে। নবজাতকের বয়স কমপক্ষে এক বছর না হলে নিম্নোক্ত কাগজপত্র/দলিলাদিসহ নবজাতকের মাতা/পিতা কনস্যুলেটে এসে আবেদন দাখিল করবেন (নবজাতককে আনার দরকার নেই)। যথাযথভাবে পূরণকৃত ই-পাসপোর্ট আবেদন ফরমের সাথে (১) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত নবজাতকের জন্মনিবন্ধন সনদ, (২) ইউএই সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত নবজাতকের জন্ম নিবন্ধন সনদের মূলপ্রস্থ (original/master copy) এবং (৩) নবজাতকের আট ইঞ্চি x দশ ইঞ্চি আকারের এক কপি রঙিন ছবি দাখিল করতে হবে। এছাড়া, আবেদনকালে মাতাপিতার মূল পাসপোর্ট সাথে রাখতে হবে। নবজাতকের ছবি অবশ্যই রঙিন হতে হবে। এছাড়া, শিশুর পরিহিত কাপড়ের রঙ গাড়/উজ্জল বর্ণের হতে হবে। ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড হালকা ধূসর বর্ণের হতে হবে।

প্রশ্ন: ই-পাসপোর্টের আবেদন ফরম কিভাবে পূরণ করতে হয়? এজন্য কি ই-মেইল লাগবে? ই-পাসপোর্টের আবেদনের নিয়ম কী?

উত্তর: www.epassport.gov.bd ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করে ই-পাসপোর্টের আবেদন করা যাবে। একটি ই-মেইল ব্যবহার করে একবারই রেজিস্ট্রেশন করা যাবে এবং একটি রেজিস্ট্রেশন ব্যবহার করে ছয় মাসে সর্বোচ্চ ছয়টি আবেদন করা যাবে। এ সম্বন্ধে আরও জানতে এবং ই-পাসপোর্টের ফরম পূরণের টিউটোরিয়াল দেখতে এখানে ক্লিক করুন।

প্রশ্ন: পাসপোর্ট ইস্যু/রি-ইস্যুর ফি কত?

উত্তর: পাসপোর্ট ইস্যু/রি-ইস্যুর আবেদন ফি নির্ভর করে আবেদনকারী কোথায় আবেদন দাখিল করতে চান, তার পেশা, কাঙ্ক্ষিত পাসপোর্টের পৃষ্ঠা সংখ্যা (৪৮/৬৪), মেয়াদ (৫/১০ বছর), সরবরাহের ধরণ (সাধারণ/জরুরি) ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের উপর। পাসপোর্টের আবেদন ফি (ইউএই দিরহামে) নিম্নরূপ:

পাসপোর্টের ধরণ	পৃষ্ঠা সংখ্যা	মেয়াদ	সাধারণ আবেদনকারী		শিক্ষার্থী ও সাধারণ শ্রমিক	
			সাধারণ	জরুরি	সাধারণ	জরুরি
ই-পাসপোর্ট	৪৮	০৫ বছর	৪০৫	৬১০	১২৫	১৮৫
		১০ বছর	৫১০	৭১০	২০৫	৩০৫
	৬৪	০৫ বছর	৬১০	৮১০	৬১০	৮১০
		১০ বছর	৭১০	৯১০	৭১০	৯১০
এমআরপি	৪৮	০৫ বছর	৪০৫	-	১২৫	-

প্রশ্ন: ই-পাসপোর্টের আবেদন করতে কোথায় যেতে হবে?

উত্তর: দেশ-বিদেশ যেকোন স্থান হতে www.epassport.gov.bd ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করে ই-পাসপোর্টের আবেদন করা যায়। আবেদন প্রক্রিয়া খুবই সহজ ও সাধারণ। নিজের আবেদন নিজে করার চেষ্টা করুন, সম্পূর্ণ তথ্য দিন - সুরক্ষিত থাকুন।

প্রশ্ন: ই-পাসপোর্টের আবেদন কি কোন নির্দিষ্ট এজেন্সি/দোকান হতে করতে হবে?

উত্তর: www.epassport.gov.bd ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশন করে ই-পাসপোর্টের আবেদন করা যায়। এ প্রক্রিয়া খুবই সহজ এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব (ইউজার ফ্রেন্ডলি)। ওয়েবসাইট ব্যবহারে অভ্যস্ত ব্যক্তিগণ সহজেই নিজেরা নিজেদের আবেদন সম্পন্ন করতে পারবেন। বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই ই-পাসপোর্টের আবেদন করতে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গকে কোন এজেন্সি/দোকান নয় বরং নিজেদেরই অনলাইনে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পরামর্শ প্রদান করছে।

প্রশ্ন: সাধারণ আবেদনকারী কারা? কারা সাধারণ শ্রমিক হিসাবে হ্রাসকৃত মূল্যে পাসপোর্ট সেবা গ্রহণ করতে পারবেন?

উত্তর: সাধারণ শ্রমিক (Ordinary Labourer), গৃহকর্মী (Domestic Help/Servant), পাঁচক (Cook), পরিচ্ছন্নতা কর্মী (Cleaner), গাড়িচালক (Driver), মালি (Gardener), মাঝি (Boatman), জেলে (Fisherman) এবং সমপেশার কর্মীগণ সাধারণ শ্রমিক। বর্ণিত পেশা ব্যতীত অন্যান্য পেশায় কর্মরত ব্যক্তিগণ 'সাধারণ আবেদনকারী'। অর্থাৎ, ব্যবসায়ী, বিনিয়োগকারী, অংশীদার (পার্টনার), ব্যবস্থাপক, সেলস বা মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ, হিসাবরক্ষক ও একাউন্টিং স্টাফ, সুপারভাইজার, পেশাজীবী যেমন, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী, পরামর্শক ইত্যাদি পেশাধারীগণ, নবজাতক, হাউজ ওয়াইফ, অবসরগ্রহণকারী ব্যক্তিবর্গ সাধারণ আবেদনকারী হিসাবে গণ্য।

প্রশ্ন: নবজাতকের পাসপোর্টের আবেদন করতে কি নবজাতককে কনস্যুলেটে নিয়ে আসতে হবে?

উত্তর: নবজাতকের বয়স কমপক্ষে এক বছর না হলে পাসপোর্টের আবেদন করতে তাকে কনস্যুলেটে আনতে হবে না। তার পরিবর্তে তার আট ইঞ্চি x দশ ইঞ্চি আকারের এক কপি রঙিন ছবি দাখিল করতে হবে। নবজাতকের ছবি অবশ্যই রঙিন হতে হবে। এছাড়া, তার পরিহিত কাপড়ের রঙ গাঢ়/উজ্জল বর্ণের হতে হবে। ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড হালকা ধূসর বর্ণের হতে হবে।

প্রশ্ন: নবজাতকের পাসপোর্ট আবেদনের ফি কত?

উত্তর: নবজাতক সাধারণ আবেদনকারী। নবজাতকের জন্য শুধু ই-পাসপোর্ট ইস্যু/রি-ইস্যুর আবেদন করা যাবে। আবেদন ফি নির্ভর করে আবেদনকারীর পাসপোর্টের পৃষ্ঠা সংখ্যা (৪৮/৬৪) ও সরবরাহের ধরণের (সাধারণ/জরুরি) উপর। নবজাতকের ই-পাসপোর্টের আবেদন ফি (ইউএই দিরহামে) নিম্নরূপ:

পাসপোর্টের ধরণ	পৃষ্ঠা সংখ্যা	মেয়াদ	সাধারণ	জরুরি
ই-পাসপোর্ট (এমআরপি প্রযোজ্য নয়)	৪৮	০৫ বছর	৪০৫	৬১০
	৬৪	০৫ বছর	৬১০	৮১০

প্রশ্ন: নবজাতকের কি বায়োমেট্রিক এনরোলমেন্ট প্রয়োজন হয়?

উত্তর: নবজাতকের ই-পাসপোর্ট আবেদনের জন্য বায়োমেট্রিক এনরোলমেন্ট প্রয়োজন নেই। সুতরাং ই-পাসপোর্ট এনরোলমেন্টের জন্য তাদের কনস্যুলেটে আনার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন: নবজাতকের ছবির আকার কত হবে?

উত্তর: ই-পাসপোর্ট আবেদন এনরোলমেন্টের নবজাতকের রঙিন ছবি দাখিল করতে হবে। ছবির আকার আট ইঞ্চি x দশ ইঞ্চি হবে। তার পরিহিত কাপড়ের রঙ গাড়/উজ্জল বর্ণের হতে হবে। ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড হালকা ধূসর বর্ণের হতে হবে।

প্রশ্ন: ই-পাসপোর্ট কি বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট?

উত্তর: হ্যাঁ। ই-পাসপোর্ট এক ধরনের বায়োম্যাট্রিক পাসপোর্ট। এছাড়া এ ধরনের পাসপোর্ট প্রচলিত প্রায় সকল পদ্ধতিতে মেশিন রিডেবল।

প্রশ্ন: ই-পাসপোর্ট দিয়ে ই-গেট ব্যবহার করা যাবে কিনা?

উত্তর: ই-গেট ব্যবহারের জন্য ই-পাসপোর্ট সর্বোত্তম। ই-পাসপোর্ট ব্যবহার করে অন্যান্য পাসপোর্টের চেয়ে অনেক সহজে এবং স্বচ্ছন্দে ই-গেট ব্যবহার করা যাবে।

প্রশ্ন: ই-পাসপোর্টের মেয়াদ কতদিন?

উত্তর: ই-পাসপোর্ট পাঁচ ও দশ বছর মেয়াদি হয়ে থাকে। ০-১৮ বছর বয়সীরা শুধু পাঁচ বছর মেয়াদযুক্ত ই-পাসপোর্টের আবেদন করতে পারবেন। ১৮ বছরের বেশি বয়সীরা তাদের পছন্দমতো পাঁচ বা দশ বছরের মেয়াদযুক্ত পাসপোর্টের আবেদন করতে পারবেন। পাসপোর্টের মেয়াদ ও পৃষ্ঠা সংখ্যার সাথে ইস্যু/রি-ইস্যুর ফি সম্পর্কযুক্ত। বিস্তারিত জানতে এখানে সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন দেখা যেতে পারে।

প্রশ্ন: ই-পাসপোর্টের আবেদন নিষ্পত্তিতে কতদিন সময় প্রয়োজন হয়?

উত্তর: ই-পাসপোর্টের আবেদন (রেগুলার) নিষ্পত্তিতে সাধারণত ত্রিশ দিন সময় প্রয়োজন হয়। এক্সপ্রেস আবেদন সাধারণত ১৫-২০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি হয়। তবে পাসপোর্টের তথ্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, আবেদনকারীর একাধিক সক্রিয় পাসপোর্ট থাকলে, আবেদনকারীর বায়োমেট্রিক তথ্যের সাথে অন্য কারো বায়োমেট্রিক তথ্যের মিল পাওয়া গেলে, প্রদত্ত স্থায়ী ঠিকানায় কোন ধরনের গড়মিল পাওয়া গেলে বা অন্য কোন কারিগরি ত্রুটি থাকলে অতিরিক্ত অনির্দিষ্ট সময় প্রয়োজন হবে।

প্রশ্ন: কোন কোন ক্ষেত্রে ই-পাসপোর্টের আবেদন নিষ্পত্তিতে অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন হয়?

উত্তর: ই-পাসপোর্টের আবেদন, আবেদনকারীর পূর্ববর্তী পাসপোর্ট (যদি থাকে), জাতীয় পরিচয়পত্র এবং/বা জন্ম নিবন্ধনের তথ্যে কোন মৌলিক/সম্পূর্ণ গড়মিল/পরিবর্তন থাকলে আবেদন নিষ্পত্তিতে অনির্ধারিত অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হবে। পরিচয়পত্রের তথ্যের সাথে পাসপোর্টের তথ্যের মৌলিক/সম্পূর্ণ পার্থক্য থাকলে পুলিশী তদন্তের প্রয়োজন হবে এবং এজন্য অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। এছাড়া, আবেদনে জেলা/থানার নাম ভুল লেখা হলে অবশ্যই পাসপোর্টের আবেদন নিষ্পত্তিতে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হবে। তদুপরি, কেউ যদি অতীতে ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ে একাধিক পাসপোর্ট গ্রহণ করেন তার আবেদন নিষ্পত্তিতে অতিরিক্ত ধাপ ও সময়ের প্রয়োজন হবে। তাছাড়া, আবেদনকারীর পূর্ববর্তী পাসপোর্টে কোন কারিগরি ত্রুটি থাকলে (কখনও কখনও ত্রুটিগুলো নিতান্তই কারিগরি, আবেদনকারীর ভূমিকা থাকে না) অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। উপরন্তু, আবেদনকারীর জন্মনিবন্ধন নম্বর ব্যবহার করে অন্য কেউ এমআরপি করিয়ে থাকলে অনির্ধারিত অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হচ্ছে। এসব জটিলতা পরিহারের স্বার্থে পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত আট মাস পূর্বে আবেদন দাখিল, আবেদনে নিজস্ব ই-মেইল ঠিকানা ব্যবহার এবং অনলাইনে নিয়মিত আবেদনের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে।

প্রশ্ন: পাসপোর্টের তথ্য সংশোধনের আবেদন কি নির্ধারিত সময়ে নিষ্পত্তি হয়?

উত্তর: পাসপোর্টের তথ্য সংশোধনের আবেদন নিষ্পত্তিতে স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। জাতীয় পরিচয়পত্র এবং/বা জন্ম নিবন্ধন তথ্যের সাথে পূর্ববর্তী পাসপোর্টের তথ্যের মৌলিক/সম্পূর্ণ পার্থক্য থাকলে পুলিশী তদন্তের প্রয়োজন হবে এবং এজন্য অনির্ধারিত অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। এসব জটিলতা পরিহারের স্বার্থে পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত আট মাস পূর্বে আবেদন দাখিল, আবেদনে নিজস্ব ই-মেইল ঠিকানা ব্যবহার এবং অনলাইনে নিয়মিত আবেদনের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য সাধারণ পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য, মৌলিক/সম্পূর্ণ তথ্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অবশ্যই পুলিশী তদন্ত প্রয়োজন হবে। এসব

ক্ষেত্রে স্থায়ী ঠিকানায় উল্লিখিত জেলার পুলিশের বিশেষ শাখায় যোগাযোগ এবং প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে তদন্ত কর্মকর্তাকে সাহায্য করার পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে।

প্রশ্ন: পাসপোর্টের তথ্য সংশোধন করার নিয়ম কী?

উত্তর: জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্য অনুসারে বর্তমানে পাসপোর্টের তথ্য সংশোধন করা যাচ্ছে। এজন্য কাঙ্ক্ষিত তথ্যসহ ই-পাসপোর্টের (www.epassport.gov.bd) আবেদন করতে হবে। এর সাথে তথ্য পরিবর্তনের কারণ ও যৌক্তিকতা উল্লেখ করে একটি লিখিত আবেদন এবং দাবিকৃত তথ্যের সঠিকতা ও আবেদনের ফলে সম্ভাব্য সৃষ্ট জটিলতার দায়িত্ব গ্রহণ করে নির্ধারিত ফরমে 'অঙ্গীকারনামা' দাখিল করতে হবে। ফরম দু'টির নমুনা www.dubai.mofa.gov.bd ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে।

প্রশ্ন: পাসপোর্টের তথ্য সংশোধন/পরিবর্তনের ফি কত?

উত্তর: পাসপোর্টের তথ্য সংশোধন/পরিবর্তনের জন্য কোন অতিরিক্ত ফি দিতে হবে না। পাসপোর্ট ইস্যু/রি-ইস্যুর ফি পরিশোধ করেই পাসপোর্টের তথ্য পরিবর্তন করা যাবে। তবে পাসপোর্টের তথ্য পরিবর্তিত হলে যেহেতু আবেদন প্রক্রিয়াকারী কর্মকর্তা, ব্যসিক চেকস কর্মকর্তার ম্যানুয়াল রিভিউ প্রয়োজন হবে এবং আবেদনগুলি যেহেতু পুলিশের বিশেষ শাখা/গোয়েন্দা শাখার মাধ্যমে তদন্ত করানোর প্রয়োজন হতে পারে সেহেতু এ ধরনের আবেদন নিষ্পত্তিতে ধাপে ধাপে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। তাই তথ্য সংশোধনের প্রস্তাব থাকলে ই-পাসপোর্ট (এক্সপ্রেস) আবেদন দাখিলের পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে।

প্রশ্ন: ই-পাসপোর্টের তথ্য কি পরিবর্তন/সংশোধন করা যাবে?

উত্তর: হ্যাঁ। নির্ধারিত নিয়মে আবেদন করে এবং নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ সাপেক্ষে ই-পাসপোর্টের তথ্য সংশোধন/পরিবর্তন করা যাবে। জাতীয় পরিচয়পত্র ব্যবহার করে ই-পাসপোর্টের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় তথ্য পরিবর্তনের আবেদন করা যাবে। এছাড়া, আবেদনকারীর বয়স ১৯ বছর না হওয়া পর্যন্ত জন্ম নিবন্ধন সনদ ব্যবহার করে ই-পাসপোর্টের তথ্য সংশোধনের আবেদন করা যাবে। বিস্তারিত জানতে সংশ্লিষ্ট অংশ দেখা যেতে পারে।

প্রশ্ন: জন্মনিবন্ধন (ইংরেজি) ব্যবহার করে কি পাসপোর্টের তথ্য সংশোধন করা যায়? গেলে শর্ত কী?

উত্তর: আবেদনকারীর বয়স ১৯ বছর পূর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত জন্মনিবন্ধন সনদ (ইংরেজি) ব্যবহার করে পাসপোর্টের তথ্য সংশোধনের আবেদন করা যাবে। এর বেশি বয়সীদের অবশ্যই জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যের আলোকে পাসপোর্টের তথ্য সংশোধনের আবেদন করতে হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত হতে জাতীয় পরিচয়পত্র এবং জন্মনিবন্ধন সেবা প্রদান করা হয়।

প্রশ্ন: পাসপোর্টের তথ্য সংশোধন বা স্থায়ী ঠিকানা প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় পুলিশী তদন্তের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর ভূমিকা কী?

উত্তর: পাসপোর্টের তথ্য (নিজ নাম/পিতা/মাতার নাম) সম্পূর্ণ/মৌলিক পরিবর্তন চেয়ে দাখিলকৃত আবেদন অবশ্যই পুলিশের বিশেষ/গোয়েন্দা শাখার মাধ্যমে তদন্ত করানো হবে। এছাড়া প্রথম পাসপোর্ট গ্রহণের আবেদন এবং স্থায়ী ঠিকানায় উল্লিখিত জেলা বা পুলিশ স্টেশন (থানা) পরিবর্তন হলে আবেদনগুলি তদন্ত করানো হবে। এসব ক্ষেত্রে স্থায়ী ঠিকানায় উল্লিখিত জেলা পুলিশের বিশেষ শাখায় যোগাযোগ এবং প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে তদন্ত কর্মকর্তাকে সাহায্য করার পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে।

প্রশ্ন: মেয়াদ শেষের কতদিন আগে পাসপোর্ট রি-ইস্যুর আবেদন করা উচিত।

উত্তর: পাসপোর্ট এর মেয়াদ ১৮০ দিনের কম থাকলে তা দিয়ে নতুন ভিসার আবেদন, ভিসা নবায়ন বা আন্তর্জাতিক ভ্রমণ করা যায় না। সুতরাং ভিসা ও অন্যান্য জটিলতা পরিহারের স্বার্থে মেয়াদ শেষের অন্তত আট মাস পূর্বে পাসপোর্ট রি-ইস্যুর আবেদন দাখিলের পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে।

প্রশ্ন: মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার কতদিন আগে ই-পাসপোর্টের আবেদন করা যাবে?

উত্তর: মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের মেয়াদ যতদিনই থাকুক না কেন তা ই-পাসপোর্টে রূপান্তর (কনভার্সন) করা যাবে। অর্থাৎ কোন পাসপোর্টের মেয়াদ পাঁচ বছর থাকলেও পাসপোর্টধারী তার পাসপোর্ট ই-পাসপোর্টে রূপান্তর করতে পারবেন।

প্রশ্ন: ম্যানুয়ালি (স্ট্যাম্প/সিল দিয়ে বা হাতে লিখে) পাসপোর্টের মেয়াদ বৃদ্ধি করলে সেটা ব্যবহার করে বিদেশ ভ্রমণ/ভিসার আবেদন করা যাবে কিনা?

উত্তর: ম্যানুয়ালি (স্ট্যাম্প/সিল দিয়ে বা হাতে লিখে) পাসপোর্টের মেয়াদ বৃদ্ধি করলে সেটা ব্যবহার করে শুধু বাংলাদেশে গমন করা যাবে। এটি ব্যবহার করে বিদেশ ভ্রমণ/ভিসার আবেদন করা যাবে না। এমনকি এ পাসপোর্ট ব্যবহার করে বাংলাদেশ হতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে ফেরত আসতেও সমস্যা তৈরি হতে পারে। সুতরাং হাতে লিখে পাসপোর্টের মেয়াদ বৃদ্ধি করে বাংলাদেশে গেলে অবশ্যই বাংলাদেশ হতে একই তথ্যে পাসপোর্ট রি-ইস্যু করিয়ে নেওয়ার পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে।

প্রশ্ন: ই-পাসপোর্ট ইস্যু/রি-ইস্যুর আবেদন করতে কি প্রতিবারই ছবি তুলতে হবে এবং বায়োমেট্রিক তথ্য এনরোল করতে হবে?

উত্তর: ই-পাসপোর্ট ইস্যু/রি-ইস্যুর আবেদন করতে প্রতিবারই ছবি তুলতে হবে এবং বায়োমেট্রিক তথ্য এনরোল করতে হবে।

প্রশ্ন: হারিয়ে যাওয়া পাসপোর্ট ইস্যু/রি-ইস্যু করার নিয়ম কী?

উত্তর: সংযুক্ত আরব আমিরাত পুলিশের নিকট হতে সংগৃহীত হারানো সনদসহ (লস্ট সার্টিফিকেট) অন্যান্য বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে ই-পাসপোর্ট ইস্যু/রি-ইস্যুর আবেদন করতে হবে।

প্রশ্ন: ই-পাসপোর্ট এর আবেদন করতে কি জাতীয় পরিচয়পত্র বা অনলাইন (ইংরেজি) জন্মনিবন্ধন থাকা আবশ্যক?

উত্তর: শুধু জাতীয় পরিচয়পত্র বা অনলাইন জন্মনিবন্ধন (ইংরেজি) সনদের তথ্যের আলোকে ই-পাসপোর্ট ইস্যু/রি-ইস্যুর আবেদন করা যাবে। জাতীয় পরিচয়পত্র বা অনলাইন জন্মনিবন্ধন (ইংরেজি) ছাড়া ই-পাসপোর্টের আবেদন করা যাবে না। জাতীয় পরিচয়পত্র এবং/বা অনলাইন জন্ম নিবন্ধনের তথ্যের সাথে পাসপোর্টের তথ্যের মিল থাকা কাঙ্ক্ষিত। মিল না থাকলে নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় সংশোধনের আবেদন করতে হবে।

প্রশ্ন: পাসপোর্টে কি সন্তানের নাম/তথ্য এনডোর্স করা যাবে?

উত্তর: না। নবজাতকসহ সকলকে এখন পৃথক (ইনডিভিজুয়াল) পাসপোর্ট প্রদান করা হয়। সুতরাং একজনের পাসপোর্টে আরেকজনের নাম/তথ্য এনডোর্সের সুযোগ নেই।

প্রশ্ন: তথ্য গোপন করে একই তথ্যে/ভিন্ন তথ্যে একাধিক পাসপোর্ট গ্রহণ করলে একাধিক সক্রিয় পাসপোর্ট জনিত সমস্যা সমাধানের উপায় কী? এর জন্য কত ফি পরিশোধ করতে হবে?

উত্তর: সরকারের বিশেষ অনুমতি ব্যতীত একজন ব্যক্তি একসাথে একাধিক পাসপোর্ট সক্রিয় রাখতে পারেন না। একজন ব্যক্তির ভিন্ন নামে বা তথ্য গোপন করে একই নামে একাধিক সক্রিয় পাসপোর্ট (মেয়াদ যা-ই উল্লেখ থাকুক না কেন) থাকলে তাকে পছন্দমতো একটি পাসপোর্ট রেখে বাকিগুলো সমর্পন করতে হবে। পাসপোর্ট হারিয়ে ফেললে বিষয়টি একটি পুলিশ স্টেশনে (থানা) সাধারণ ডায়েরি করতে হবে। মূল পাসপোর্ট বা পুলিশ স্টেশন হতে সংগৃহীত মূল সাধারণ ডায়েরিসহ পাসপোর্ট বাতিলের (টার্মিনেট) আবেদন করতে হবে। নমুনা ফরম কনস্যুলেটের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। নির্ধারিত ফরমে 'অঙ্গীকারনামা' দাখিল করতে হবে। জাতীয় পরিচয়পত্রের অনুলিপি দাখিল করতে হবে। জাতীয় পরিচয়পত্রের অনলাইন কপি দাখিল করতে হবে। পাসপোর্ট বাতিলের আবেদন বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, ঢাকা কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য। সুতরাং এ প্রক্রিয়ায় বেশ কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। [সূত্র: বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ০৮ মে ২০২৩ তারিখের ৫৮.০১.০০০০.২০৪.৯৯.০০১.২০২১-২১০৮ সংখ্যক পত্র]

প্রশ্ন: বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাইয়ে পাসপোর্ট ইস্যু/রি-ইস্যুর আবেদন করে বাংলাদেশ হতে রি-ইস্যুকৃত পাসপোর্ট গ্রহণের পদ্ধতি কী? এর জন্য কত ফি পরিশোধ করতে হবে?

উত্তর: সংযুক্ত আরব আমিরাতে বাংলাদেশ পাসপোর্টের জন্য আবেদন করে বাংলাদেশ হতে সংগ্রহ করতে চাইলে ঢাকার সেগুনবাগিচাস্থ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যোগাযোগ করতে হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গেটে সংরক্ষিত বা এমআরপি শাখা কর্তৃক সরবরাহকৃত ফরম বা সাদা কাগজে বিস্তারিত উল্লেখ করে আবেদন করতে হবে।

আবেদনের সাথে সরবরাহ রশিদ (ডেলিভারি স্লিপ) এবং আবেদনকারীর পাসপোর্টের তথ্য পাতার (২য় ও ৩য় পৃষ্ঠা) অনুলিপি জমা দিতে হবে। আবেদন সন্তোষজনক হলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশন হতে পাসপোর্ট সংগ্রহ করে আবেদনকারীদের মধ্যে বিতরণ করে থাকে। বিদেশ পাসপোর্টের জন্য আবেদন করে বাংলাদেশ হতে সংগ্রহের জন্য কোন অতিরিক্ত ফি দিতে হয় না। তবে এ ধরনের পাসপোর্ট যেহেতু ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে প্রেরণ করা হয় সেহেতু এগুলোর সরবরাহ পেতে কয়েকমাস লেগে যেতে পারে। যেকোন যোগাযোগের ক্ষেত্রে অবশ্যই মূল পাসপোর্ট আবেদনকারীর সঙ্গে রাখতে হবে।

প্রশ্ন: জন্মনিবন্ধন সনদের তথ্যের সাথে পাসপোর্টে উল্লিখিত তথ্যের অল্প-স্বল্প অমিল থাকলে কি ই-পাসপোর্ট করা যাবে?

উত্তর: জন্মনিবন্ধনের ত্রুটি থাকলে সংশোধন করে ই-পাসপোর্টের আবেদন করার পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে। জন্মনিবন্ধন সংক্রান্ত যেকোন তথ্য ও সেবার জন্য https://bdris.gov.bd ওয়েবসাইট ভিজিট করা যেতে পারে।

প্রশ্ন: পাসপোর্টের তথ্যের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যের মিল নাই। ই-পাসপোর্ট করা যাবে কি?

উত্তর: জাতীয় পরিচয়পত্র এবং/বা অনলাইন জন্মনিবন্ধন সনদের (ইংরেজি) তথ্যের আলোকে বিদেশ হতে ই-পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়। অতএব জাতীয় পরিচয়পত্র এবং/বা অনলাইন জন্মনিবন্ধন সনদে (ইংরেজি) কোন ভুল থাকলে তা সংশোধন করে ই-পাসপোর্টের আবেদন করার পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে। আর পাসপোর্টের তথ্য ভুল থাকলে জাতীয় পরিচয়পত্রের তথ্যের আলোকে তা সংশোধনের আবেদন করা যাবে। পাসপোর্টের তথ্য পরিবর্তনের নিয়ম-কানুন জানতে সংশ্লিষ্ট অংশ দেখা যেতে পারে।

প্রশ্ন: পাসপোর্টে উল্লিখিত জন্ম তারিখের সাথে জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধনে উল্লিখিত জন্ম তারিখের মিল না থাকলে কি ই-পাসপোর্ট করা যাবে?

উত্তর: পাসপোর্টে উল্লিখিত জন্ম তারিখ এবং জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্ম নিবন্ধনে উল্লিখিত জন্ম তারিখ একই হতে হবে। তবে কারও পাসপোর্টে জন্ম তারিখ ভুল থাকলে তিনি জাতীয় পরিচয়পত্রের (আঠার বছর বয়স পর্যন্ত জন্মনিবন্ধন) তথ্যের আলোকে পাসপোর্টের তথ্য পরিবর্তন করতে পারবেন।

প্রশ্ন: পাসপোর্টে বর্ণিত জন্ম তারিখ কি সংশোধন করা যাবে?

উত্তর: জাতীয় পরিচয়পত্রের (আঠার বছর বয়স পর্যন্ত জন্মনিবন্ধন) তথ্যের আলোকে জন্মতারিখসহ পাসপোর্টে উল্লিখিত অন্যান্য তথ্য নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন করা যাবে।

প্রশ্ন: পাসপোর্টে বর্ণিত/উল্লিখিত স্থায়ী ঠিকানা পরিবর্তনের নিয়ম কী?

উত্তর: পাসপোর্টে উল্লিখিত স্থায়ী ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ ই-পাসপোর্টের আবেদন করতে হবে। জেলা এবং/বা পুলিশ স্টেশনের (থানা) নাম পরিবর্তিত হলে এটি জেলা পুলিশ/মেট্রোপলিটন পুলিশের (যেটি যেখানে প্রযোজ্য) বিশেষ শাখার মাধ্যমে তদন্ত করানো হবে। সুতরাং এ ধরনের আবেদন দাখিলের পরে জেলা পুলিশ/মেট্রোপলিটন পুলিশের (যেটি যেখানে প্রযোজ্য) বিশেষ শাখার সাথে যোগাযোগ করে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে।

প্রশ্ন: পাসপোর্টে বর্ণিত/উল্লিখিত বর্তমান/অস্থায়ী ও জরুরি যোগাযোগের ঠিকানা পরিবর্তনের নিয়ম কী?

উত্তর: পাসপোর্টে উল্লিখিত বর্তমান/অস্থায়ী ও জরুরি যোগাযোগের ঠিকানা পরিবর্তনের জন্য সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ঠিকানাসহ ই-পাসপোর্টের আবেদন করতে হবে। বর্তমান বা জরুরি যোগাযোগের ঠিকানা পরিবর্তনের আবেদন নিষ্পত্তিতে তদন্ত প্রয়োজন নাই।

প্রশ্ন: বিদেশ হতে পাসপোর্ট রি-ইস্যুর জন্য জরুরি (এক্সপ্রেস) সেবা গ্রহণ করা যাবে কি?

উত্তর: বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাতে পাসপোর্ট ইস্যু/রি-ইস্যুর জরুরি (এক্সপ্রেস) আবেদন করা হয়।

প্রশ্ন: বিদেশ হতে পাসপোর্ট রি-ইস্যুর জন্য অতি জরুরি (সুপার এক্সপ্রেস) সেবা গ্রহণ করা যাবে কি?

উত্তর: বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই, সংযুক্ত আরব আমিরাত পাসপোর্ট ইস্যু/রি-ইস্যুর অতি জরুরি (সুপার এক্সপ্রেস) আবেদন প্রসেস করতে পারে না। এখান হতে জরুরি (এক্সপ্রেস) সেবা গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন: পাসপোর্টে স্পাউসের (স্বামী/স্ত্রী) নাম সংযোজনের নিয়ম কী?

উত্তর: পাসপোর্টে স্পাউসের (স্বামী/স্ত্রী) নাম সংযোজন/সংশোধনের জন্য ফরমে স্পাউসের তথ্য (স্বামী/স্ত্রীর নাম, জাতীয়তা ইত্যাদি) যথাযথভাবে পূরণ করে ই-পাসপোর্টের জন্য আবেদন করুন। অনুগ্রহপূর্বক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সত্যায়িত বিয়ের কাবিননামা (Marriage Certificate) এবং স্বামী/স্ত্রীর একটি আইডি (এনআইডি/বিআরসি/পাসপোর্ট/পাবলিক পরীক্ষার সনদ) দাখিল করুন। মূলপ্রস্থ উপস্থাপনের জন্য সাথে রাখুন।

প্রশ্ন: স্পাউসের তথ্য বাদ দেওয়ার নিয়ম কী?

উত্তর: পাসপোর্ট হতে স্পাউসের (স্বামী/স্ত্রী) নাম বিয়োজনের জন্য ফরমে স্পাউসের তথ্য বাদ রেখে ই-পাসপোর্টের জন্য আবেদন করুন। অনুগ্রহপূর্বক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সত্যায়িত তালাকনামার (Marriage Certificate) একটি অনুলিপি দাখিল করুন। মূলপ্রস্থ উপস্থাপনের জন্য সাথে রাখুন।

প্রশ্ন: পাসপোর্টে বর্ণিত/উল্লিখিত স্পাউসের নাম পরিবর্তনের নিয়ম কী?

উত্তর: পাসপোর্টে স্পাউসের (স্বামী/স্ত্রী) নাম সংযোজন/সংশোধনের জন্য ফরমে স্পাউসের তথ্য (স্বামী/স্ত্রীর নাম, জাতীয়তা ইত্যাদি) যথাযথভাবে পূরণ করে ই-পাসপোর্টের জন্য আবেদন করুন। অনুগ্রহপূর্বক পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক সত্যায়িত বিবাহবিচ্ছেদ সনদ (Divorce Certificate), বিয়ের কাবিননামা (Marriage Certificate) এবং স্বামী/স্ত্রীর একটি আইডি (এনআইডি/বিআরসি/পাসপোর্ট/পাবলিক পরীক্ষার সনদ) দাখিল করুন। মূলপ্রস্থ উপস্থাপনের জন্য সাথে রাখুন।

প্রশ্ন: বাংলাদেশে/সংযুক্ত আরব আমিরাত ব্যতীত অন্য দেশে নিবন্ধিত জন্ম নিবন্ধন সনদে ভুল আছে, যার সাথে পাসপোর্টের তথ্যের গড়মিল আছে। এ সনদ ব্যবহার করে পাসপোর্ট রি-ইস্যুর নিয়ম কী?

উত্তর: বাংলাদেশ/সংযুক্ত আরব আমিরাত ব্যতীত অন্য দেশে নিবন্ধিত জন্মনিবন্ধন সনদে ভুল থাকলে তা সংশোধন করে ই-পাসপোর্ট ইস্যু/রি-ইস্যুর আবেদন দাখিলের পরামর্শ দেওয়া যাচ্ছে।

প্রশ্ন: এমআরপিতে উল্লিখিত জন্মনিবন্ধন সনদ অনলাইনে না থাকলে তা ব্যবহার করে কি ই-পাসপোর্টের আবেদন করা যাবে?

উত্তর: এমআরপিতে উল্লিখিত জন্মনিবন্ধন সনদ (ইংরেজি) অনলাইনে না থাকলে তা ব্যবহার করে ই-পাসপোর্টের আবেদন করা যাবে না। এক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র এবং/বা নতুন জন্মনিবন্ধন সনদ ব্যবহার করে ই-পাসপোর্টের আবেদন করা যাবে।

প্রশ্ন: ই-পাসপোর্ট আবেদনের অগ্রগতি জানতে করনীয় কী?

উত্তর: ই-পাসপোর্ট আবেদনের অগ্রগতি www.epassport.gov.bd ওয়েবসাইট হতে পরীক্ষা করা যেতে পারে। এছাড়া, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর (ডিআইপি) পরিচালিত হটলাইনে +880-966-671-6445 যোগাযোগ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন: নবজাতকের পাসপোর্ট জরুরিভাবে পাওয়ার উপায় কী?

উত্তর: নবজাতকের পাসপোর্ট জরুরিভাবে পেতে চাইলে ‘জরুরি (এক্সপ্রেস)’ আবেদন দাখিল এবং আবেদন দাখিলের পরপরই স্থায়ী ঠিকানা হিসাবে উল্লিখিত জেলা/মেট্রোপলিটন পুলিশের বিশেষ শাখায় যোগাযোগের পরামর্শ প্রদান করা হলো।

প্রশ্ন: পাসপোর্টের কোন/কী তথ্য সংশোধনের জন্য কি পুলিশের বিশেষ/গোয়েন্দা শাখার তদন্ত প্রয়োজন হয়?

উত্তর: পূর্ববর্তী পাসপোর্টের তথ্যের সাথে চাহিত তথ্যের মৌলিক পার্থক্য থাকলে অর্থাৎ নিজ নাম/পিতা/মাতার নাম সম্পূর্ণ ভিন্ন হলে পুলিশের বিশেষ/গোয়েন্দা শাখার তদন্ত প্রয়োজন হবে। এছাড়া, বয়সের বড় ধরনের গড়মিল থাকলে বা সন্দেহজনক অন্য কোন বিষয় থাকলে বিষয়টি তদন্ত করানো দরকার হতে পারে।

প্রশ্ন: পাসপোর্টের তথ্য সংশোধনের আবেদন করলে কতদিনের মধ্যে রি-ইস্যুকৃত পাসপোর্ট পাওয়া যাবে?

উত্তর: পাসপোর্টের তথ্য সংশোধনের আবেদন নিষ্পত্তিতে স্বাভাবিকের চেয়ে অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হয়। জাতীয় পরিচয়পত্র এবং/বা জন্ম নিবন্ধন তথ্যের সাথে পূর্ববর্তী পাসপোর্টের তথ্যের মৌলিক/সম্পূর্ণ পার্থক্য থাকলে পুলিশী তদন্তের প্রয়োজন হবে এবং এজন্য অনির্ধারিত অতিরিক্ত সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। এসব জটিলতা পরিহারের স্বার্থে পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত আট মাস পূর্বে আবেদন দাখিল, আবেদনে নিজস্ব ই-মেইল ঠিকানা ব্যবহার এবং অনলাইনে নিয়মিত আবেদনের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য সাধারণ পরামর্শ প্রদান যাচ্ছে। উল্লেখ্য, মৌলিক/সম্পূর্ণ তথ্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অবশ্যই পুলিশী তদন্ত প্রয়োজন হবে। এসব ক্ষেত্রে স্থায়ী ঠিকানায় উল্লিখিত জেলার পুলিশের বিশেষ শাখায় যোগাযোগ এবং প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে তদন্ত কর্মকর্তাকে সাহায্য করার পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে।

প্রশ্ন: ইস্যু/রি-ইস্যুকৃত পাসপোর্ট হোম ডেলিভারি পাওয়ার উপায় কী? ফি কত?

উত্তর: বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাইতে ইস্যু/রি-ইস্যুকৃত পাসপোর্ট কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে হোম ডেলিভারি নেওয়া যাবে। এজন্য কনস্যুলেটের অভ্যন্তরে অবস্থিত কুরিয়ার সার্ভিস কাউন্টারে যোগাযোগ করতে হবে। ফি ভ্যাটসহ ১৫ (পনের) দিরহাম। সংযুক্ত আরব আমিরাতের যেকোন স্থানে সরবরাহ করা হয়।

প্রশ্ন: পাসপোর্ট সরবরাহের (ডেলিভারি) জন্য প্রস্তুত আছে কিনা কিভাবে জানব?

উত্তর: ই-পাসপোর্ট আবেদনের অগ্রগতি জানতে www.epassport.gov.bd ওয়েবসাইট এবং মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের আবেদনের অগ্রগতি জানতে www.passport.gov.bd ওয়েবসাইট পরীক্ষা করতে পারেন। এছাড়া, পাসপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য ও সেবার জন্য ডিআইপি পরিচালিত হটলাইন +880-966-671-6445 নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন: পাসপোর্ট সরবরাহ/ডেলিভারির জন্য প্রস্তুত হলে কনস্যুলেট জেনারেল হতে কি ফোন করা হয়?

উত্তর: ই-পাসপোর্ট আবেদনের অগ্রগতি www.epassport.gov.bd ওয়েবসাইট এবং মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের আবেদনের অগ্রগতি www.passport.gov.bd ওয়েবসাইট হতে জানা যাবে। এছাড়া, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর (ডিআইপি) পরিচালিত হটলাইন +880-966-671-6445 নম্বরে যোগাযোগ (বাংলাদেশ সময়, সকাল ০৯:০০ হতে বিকাল ০৫:০০ টা) করেও পাসপোর্ট সংক্রান্ত তথ্য ও সেবা পাওয়া যাবে। উপরন্তু, ই-পাসপোর্ট আবেদনের অগ্রগতি ধাপে ধাপে ই-মেইলে ও বাংলাদেশি মোবাইল নম্বরে ক্ষুদেবার্তার (এসএমএস) মাধ্যমে আবেদনকারীকে অবহিত রাখা হয়। সুতরাং পাসপোর্ট সরবরাহ/ডেলিভারির জন্য প্রস্তুত হলে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল হতে আলাদাভাবে আবেদনকারীকে ফোন/অবহিত করা হয় না।

প্রশ্ন: পাসপোর্টের আবেদন ফি জমাদানের পরে কোনো কারণে পাসপোর্ট আবেদন অনুমোদন না হলে কি জমাকৃত ফি ফেরত পাওয়া যাবে?

উত্তর: ই-পাসপোর্ট বা এমআরপি'র আবেদন ফি কখনই ফেরতযোগ্য নয়। ফি গ্রহণ করা হয় আবেদন প্রসেসের জন্য। অতএব, আবেদন দাখিলের পূর্বে জেনে বুঝে আবেদন দাখিলের পরামর্শ প্রদান করা যাচ্ছে।

প্রশ্ন: বাংলাদেশে বা অন্য কোন দেশে ই-পাসপোর্ট ইস্যুর আবেদন করে কি বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই হতে ইস্যুকৃত/রি-ইস্যুকৃত পাসপোর্ট গ্রহণ করা যাবে?

উত্তর: বাংলাদেশে বা অন্য কোন দেশে ই-পাসপোর্ট ইস্যুর আবেদন করে ইস্যু/রি-ইস্যুকৃত পাসপোর্ট বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই হতে গ্রহণের সুযোগ খুবই সীমিত। এ পাসপোর্টটি সাধারণত কূটনৈতিক চ্যানেলে ডিপ্লোম্যাটিক ব্যাগে প্রেরণ করা হয়। এতে অনির্ধারিত অস্বাভাবিক বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়। এটি একটি অনানুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া বিধায় এজন্য কোন ফি গ্রহণ করা হয়না। এ ধরনের আবেদন দাখিলে সকলকে নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: পাসপোর্টে কি পেশা (প্রফেশন) উল্লেখ থাকে?

উত্তর: পাসপোর্টে পেশা (প্রফেশন) উল্লেখ থাকে না।

প্রশ্ন: পূর্ববর্তী পাসপোর্টে ব্যবহৃত ছবি কি রি-ইস্যুকৃত পাসপোর্টে ব্যবহার করা যাবে?

উত্তর: ই-পাসপোর্টের আবেদন ক্ষেত্রে প্রতিবারই নতুনভাবে ছবি তুলতে ও বায়োমেট্রিক তথ্য এনরোল করতে হয়। সুতরাং পূর্ববর্তী পাসপোর্টের ছবি নতুন ই-পাসপোর্টে ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই।

প্রশ্ন: হাতে লিখে কি পাসপোর্টের তথ্য সংশোধন করা যাবে?

উত্তর: এখন সকল পাসপোর্টই মেশিন রেডিবল। তাই, হাতে লিখে পাসপোর্টের তথ্য সংশোধনের কোন সুযোগ নেই। পাসপোর্টের তথ্য সংশোধন করতে চাইলে নির্ধারিত প্রক্রিয়ায় ই-পাসপোর্টের আবেদন করা যেতে পারে।

প্রশ্ন: পাসপোর্ট ও ভিসা উভয়ের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে কি পাসপোর্ট রি-ইস্যু করা যাবে?

উত্তর: পাসপোর্ট (শুধু এমআরপি) ও ভিসার মেয়াদ না থাকলেও পাসপোর্ট রি-ইস্যুর আবেদন করা যাবে। হাতে লেখা পাসপোর্ট ব্যবহার করে সংযুক্ত আরব আমিরাতে ই-পাসপোর্ট বা এমআরপি'র আবেদন করার কোন সুযোগ নেই।

প্রশ্ন: আউটরিচ কনস্যুলার সেবার মাধ্যমে কি ই-পাসপোর্ট সেবা গ্রহণ করা যাবে?

উত্তর: প্রবাসীদের সুবিধার্থে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল পূর্ব নির্ধারিত দিনক্ষণ অনুযায়ী সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ছয়টি স্থানে পাসপোর্ট ও অন্যান্য কনস্যুলার সেবা প্রদান করে। ছয়টি স্থানের মধ্যে রয়েছে শারজাহ, আজমান, ফুজাইরাহ, রাস-আল-খাইমাহ্, জাবেল আলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকা ও হাত্তা। সাধারণ জনগনের সুবিধার কথা বিবেচনায় নিয়ে ছয়টি স্থানের মধ্যে আজমান ও জাবেল আলিতে মাসে চার দিন বিকাল চারটা হতে রাত দশটা পর্যন্ত এ সেবা প্রদান করা হয়।

প্রশ্ন: 'এমআরপি' ব্যবহার করে আর কোন কাজ করা যাবে না। এ ধরনের সংবাদ সঠিক কিনা?

উত্তর: 'এমআরপি' বাতিল হয়ে গেছে বা অবিলম্বে বাতিল হয়ে যাবে - এ ধরনের তথ্যের কোন ভিত্তি নেই। তবে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত ই-পাসপোর্ট ব্যবহার করে বিমানবন্দর ও ইমিগ্রেশনে ই-গেট ব্যবহারসহ উন্নততর সেবা পাওয়া যাবে। এটি বায়োমেট্রিক পাসপোর্ট, তাই সকল সেবাদানকারী দপ্তরে অধিকতর সমাদৃত। উন্নততর ও আধুনিক সেবা পেতে ই-পাসপোর্ট গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন: অতিরিক্ত তথ্যের জন্য কোথায় যোগাযোগ করতে হবে?

উত্তর: অতিরিক্ত তথ্যের জন্য বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, দুবাই এর অভ্যন্তরে অবস্থিত 'পাসপোর্ট তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে' (১৮ নম্বর কাউন্টার) যোগাযোগ করা যেতে পারে। এ কেন্দ্র সেবাগ্রহীতার প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারলে বা সমস্যার সমাধান করতে না পারলে তাকে উপযুক্ত ডেস্কে রেফার করবে।

প্রশ্ন: পাসপোর্ট সংক্রান্ত কাঙ্ক্ষিত সেবা না পেলে কোথায় অভিযোগ করতে হবে?

উত্তর: আপনি কাঙ্ক্ষিত সেবা পাননি - এটি আমাদের জন্যও কষ্টদায়ক। আপনি সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান বা মান্যবর কনসাল জেনারেলের সাথে দেখা করে আপনার অনুভূতি/মতামত/পরামর্শ উপস্থাপন করতে পারেন। কনসাল জেনারেল মহোদয় এবং তাঁর টিমের সদস্যবৃন্দ আগত সেবাগ্রহীতাদের সর্বোচ্চ সেবা নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এরপরেও কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকলে তা সংশোধনে আমরা বদ্ধ পরিকর। আপনাদের সমর্থন ও ভালোবাসা আমাদের অনুপ্রেরণা।